দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 27 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সাধু সাবধান ! মন্ত্রীরা কি উদ্যোগহীন ?

ভাষ্যকার

সেট কোডজনিত এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের সন্তোষজনক সমাধান হয়েছে। বারডেম হাসপাতালের আলোচিত ধর্মঘটেরও হয়েছে অবসান। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন এ দু'টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষ। সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। কারণ সমস্যা দু'টি যখন জটিল আকার ধারণ করেছিল, চলে যাচ্ছিল আয়ত্তের বাইরে— ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত হস্তক্ষেপ ঘটে। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সন্দেহ নেই, ক্ষমতা গ্রহণের পর জনসংশ্লিষ্ট দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পেরে সকল মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু এর পাশাপাশি পর্যবেক্ষক মহলে উচ্চারিত হয়েছে কিছু প্রশ্নও। প্রশ্ন উঠেছে— দেশে কি শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেই? সমস্যা দু'টি সমাধানে তাঁদের ভূমিকা কি ছিল? পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যেতে থাকলে স্বয়ং

সংবাদ ভাষ্য

সরকারপ্রধানের হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রত্যাশিত। কিন্তু উপরোক্ত দু'টি ক্ষেত্রে একেবারে শুরুতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা সঙ্কট নিরসনে কোন উদ্যোগ নিয়েছেন বলেও জানা যায়নি। জনগণ তো সবার আগে তাঁদের হস্তক্ষেপই কামনা

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

সাধু সাবধান

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। প্রেসক্লাবের সামনে হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগ না দেখেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। মেধাবী ছেলে-মেয়েদের অনশনের দৃশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিচলিত করতে পারেনি বলে মনে হয়। কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি তাঁরা— যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রীর আদেশ এসেছে। একই অবস্থা দেখা গেছে বারডেম হাসপাতালের ধর্মঘটের বেলাতেও। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি যে প্রধানমন্ত্রী— এতে কারও সন্দেহ নেই। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে ক্ষমতাবান হলেও একক ক্ষমতাবান নন। যথাযথ রাষ্ট্রপরিচালনার স্বার্থেই ক্ষমতায় আনয়ন করা হয়েছে অংশীদারিত্ব। একেকটি বিভাগের জন্য মনোনীত করা হয়েছে একেকজন মন্ত্রীকে। কোন ব্যক্তি, তিনি যত জ্ঞানী ও যোগ্যই হোন না কেন, তাঁর পক্ষে সকল দায়িত্ব একা পালন করা সম্ভব নয়। সে কারণেই এই ভাগ করে দেয়া। কিন্তু তার পরেও যদি দায়িত্বপ্রাপ্তরা কোন জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে সব সময় সেই একক ব্যক্তির দিকেই তাকিয়ে থাকেন— তাহলে তা হবে অবশ্যই দুঃখজনক। গণতন্ত্রের সঙ্গে এক নায়কতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্যটুকু দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলের আচরণের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে।

এই ঘটনা দুটোর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগহীনতা ও সচেতনতার অভাবই শুধু পরিলক্ষিত হয়নি, উদ্বেগজনক একটি দিকও ঘটনা দুটো থেকে ফুটে উঠেছে। উদ্বেগের এই দিকটি হলো— এইভাবেই ক্ষমতা এককেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সরকারের প্রধান নির্বাহীকেই হস্তক্ষেপে বাধ্য করে, আর এভাবেই শুরু হয় ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ, যার পরিণতি কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক হতে পারে না। সেই ১৯৭২ সাল থেকে এইভাবেই নিষ্ক্রিয়তার চক্র কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর ন্যায় মহানুভব নেতাকেও ছোটখাটো বিষয় নিয়েও ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হয়েছে। '৭৩ সালের প্রথম দিকে ওয়াপদায় ধর্মঘটেও তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কোন্ সাংবাদিক বিদেশে যাবে তাও তাঁকে নির্ধারণ করে দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম দিকে সরকার তথা প্রশাসনের অবকাঠামোর অপ্রতুলতার জন্যই হয়ত এমনটি ঘটত। কিন্তু আজ তো প্রশাসনিক এসব দুর্বলতা নেই। তাই এখনই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এখানেই শেষ নয়। নতুন সরকারকে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে আরও কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সরকারপ্রধান হিসাবে জননেত্রী শেখ হাসিনার বেশ কিছু অঙ্গীকার জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই জনগণ যে দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির কালো থাবায় জর্জরিত হয়েছে প্রতিনিয়ত, শেখ হাসিনা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এসের অপপ্রবণতার বিরুদ্ধে। আশায় বুক বেঁধেছে জনগণ। কিন্তু ইতোমধ্যে কিছু কিছু কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে তারা। তাদের উপলব্ধি হচ্ছে— কেবল হুঁশিয়ারি উচ্চারণই সম্ভবত যথেষ্ট নয়। খোঁজ-খবর নেয়া দরকার— কতটুকু পালিত হচ্ছে তাঁর সে আদেশ। পর্যবেক্ষক মহলের মতে— এ কারণে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার একেবারে নিকটাত্মীয়দের প্রতি। এ দেশের এবং উপমহাদেশের অনেক দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় কাছের কিছু মানুষই অনেক সময় বড় ধরনের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সচিবালয়ে এবং অনেক সরকারী অফিসেই ইদানীং সরকারপ্রধানের একজন ক্ষমতাবান নিকটাত্মীয়ের নাম শোনা যায় বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

দুর্নীতি ঘটছে আরও এক বিচিত্র উপায়ে। নিকটাত্মীয়ের দাপটের মতো এ ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট নেত্রী বা নেতার অগোচরেই ঘটছে এসব। কিছু টাউট শ্রেণীর পাতিনেতা ঘটাচ্ছে এসব অপকর্ম। অন্যায় আবদার নিয়ে তারা যাচ্ছে কোন সরকারী অফিসে, যেয়ে বলছে— নেত্রী পাঠিয়েছেন' কিংবা 'অমুক ভাই পাঠিয়েছেন'। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে তখন এসব দাবির সত্যতা যাচাইয়েরও সাহস পান না সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা। ফলে কেবল দাপটের চোটেই কাজ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে টেলিভিশনসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে এ প্রক্রিয়ায় কিছু অপকর্ম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ব্যাপারে সরকারপ্রধানসহ সকলকেই সতর্ক হতে হবে। যত দ্রুত তা সম্ভব হবে ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল।

সম্প্রতি আরও একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতি অঙ্গনের কিছু পদ দখলের ইঁদুর দৌড়ের মধ্যে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদ নিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে উত্তেজনা লক্ষণীয়। তাঁদের অনেকেই নেত্রীর প্রিয়ভাজন হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়ে বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, যাদুঘর, নজরুল ইনস্টিটিউট প্রভৃতি সংস্থার প্রধানের পদ দখলের চেষ্টা করছেন। দেনদরবার তাঁরা করছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের কয়েকটি পদ নিয়েও একই ব্যাপার ঘটেছে।

এগুলো কোনটিই সুস্থতার লক্ষণ নয়। সরকারের ভাবমূর্তি এতে করে ক্ষুণ্ন হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তথা নেত্রীর গোচরে নিশ্চয়ই এতদিনে বিষয়গুলো আংশিকভাবে হলেও এসেছে। কিন্তু অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো এ বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না কেন— সেটাই প্রশ্ন।